আকাশ রঙ স্বপ্ন

আকাশ রঙ স্বপ্ন

কাব্য সঙ্কলন

আবদুল হাকিম

গ্রন্থস্বত্বঃ মৌ ও আবির

প্রকাসকঃ হুমায়রা জামান

প্রকাস কালঃ জানুয়ারি ১, ২০০৭

আমার কবিতার প্রথম প্রেরনা-
প্রিয়তমা ডলি'র হাতে তুলে দিলাম
প্রথম কবিতা সঙ্কলন
আকাস রঙ স্বপ্ন।

লেখক পরিচিতি

সৈসব কেটেছে পিতার কর্মস্থল দেসের বিভিন্ন জায়গায়। স্কুল ও কলেজে জিবন জন্মস্থান মাগুরাতে। স্নাতকোত্তর ঢাকায়।

ছাত্রজিবনে প্রথমে ছবি আঁকা, পরে নাটক, আবৃত্তি ও সাহিত্য চর্চা। ছবি আঁকা, নাটক ও আবৃত্তিতে পুরস্কার লাভ। সেই সুত্রে চলচ্চিত্রে। চলচ্চিত্রকার আলমগির কবির পরিচালিত ঢাকা ফিল্ম ইনস্টিটিউট থেকে ১৯৭৪ সালে ফিল্ম এ্যাপ্রিসিয়েসন কোর্স সমাপ্ত করে চলচ্চিত্রকার আলমগির কবিরের কয়েকটি ছবিতে সহকারি হয়ে কাজ করার অভিজ্ঞতা।
প্রথম গ্রন্থ, ছোটদের জন্য লেখা ***কেমন করে স্বাধিন হলাম*** প্রকাসিত হয় ১৯৮৯ সালে। এরপর প্রথম উপন্যাস ***এখনো গর্ভে তোমার*** প্রকাসিত হয় ২০০০ সালে। ২০০১ সালে প্রকাসিত হয় দ্বিতিয় উপন্যাস ***তখন*** । তৃতিয় উপন্যাস ***কেন*** প্রকাসিত হয় ২০০২ সালে। প্রথম কাব্য সঙ্কলন ***আকাস রঙ স্বপ্ন*** ইলেকট্রনিকস্ সঙস্করন প্রকাসিত হল জানুয়ারি ২০০৭ সালে। প্রবন্ধ সঙ্কলন ***বাঙলা বানানে ভাইরাস*** ইলেকট্রনিকস্ সঙস্করনও প্রকাসিত হয়েছে একই সময়ে।

আবদুল হাকিম বর্তমানে আমেরিকা প্রবাসি।

লেখকের অন্যান্য বই

- কেমন করে স্বাধিন হলাম (ছোটদের জন্য)
- এখনো গর্ভে তোমার
- তখন
- কেন
- বাঙলা বানানে ভাইরাস (ইলেকট্রনিকস্ সঙস্করন)

প্রকাসকের কথা

যুদ্ধ?
দেখিনি।
বিভিষিকা?
জানিনা।
কষ্ট?
সুনেছি।
যন্ত্রনা?
দেখ্ছি।
যুদ্ধ এখনো বুঝি সেষ হয়নি তাই কষ্টগুলো সবার মাঝে দেখতে পাই।
স্বাধিন হবার চিত্র, যুদ্ধোত্তর সামাজিক অবক্ষয় আর নৈতিক আদর্সের চরম অবমাননার বর্ননা পাই আবদুল হাকিম রচিত আকাস রঙ স্বপ্ন কাব্য সঙ্কলনে। কবিতাগুলো যখন হাতে পেলাম তখন পড়ে ফেলেছি এক নিঃস্বাসে। দেখেছি সব্দ চয়নে তাঁর অসামান্য যত্নের ছোঁয়া।
কবি একজন প্রেমিক। ভিষনভাবে দেসপ্রেমিক। তাঁর রচিত কাব্য সমাহারে লক্ষ্য করা যায় দেসের প্রতি মমত্ববোধ ও মানুষের নিজস্ব সত্তা ও মননের বিকাসকে ফুটিয়ে তোলার চিরন্তন প্রয়াস।
কবিতাগুলো বেসিরভাগই প্রতিবাদি কবিতা। কবির প্রতিবাদ অনিয়মের বিরুদ্ধে, অন্যায়ের বিরুদ্ধে, মানুষের প্রতি মানুষের অবমাননা আর মানবাত্মার অপমানের বিরুদ্ধে। ছন্দবদ্ধ বানিতে অনুভবের এ দৃপ্ত প্রকাস তাই হৃদয়ে গভির ভাবে দাগ কাটে কবির বলিষ্ঠ লেখার বিদ্রোহি লেখনিতে।

হুমায়রা জামান
মনট্রিয়ল, ক্যানাডা
১ জানুয়ারি,২০০৭

প্রাসঙ্গিক

কবিতা লিখব। কখনো ভাবিনি। হঠাত করেই একদিন লিখে ফেললাম আমার প্রথম কবিতা ***আমার কষ্ট*** । সাথে সাথেই স্ত্রির সমর্থন পেলাম। তারপর থেকেই লেখা। আমার কবিতা কাব্য-সঙ্কলন হয়ে বের হতে পারে, কখনো ভাবিনি।

কবি হুমায়রা জামান। একটি নাম। কি দারুন এক ব্যক্তিত্ব। এলোমেলো ছড়িয়ে ছিটিয়ে থাকা আমার কবিতাগুলো এক এক করে বেছে নিল পরম যত্নে। নিজের অনেক ব্যস্ততার মাঝে সময় বের করে প্রকাস করে ফেলল আমার প্রথম কাব্য-সঙ্কলন ***আকাস রঙ স্বপ্ন*** । আমি তার মস্তবড় এক ঋনের বোঝা ঘাড়ে তুলে নিলাম। যতদিন আমার কবিতা থাকবে, ততদিন এ ঋনের বোঝা আমার ঘাড়েই থাকবে। সাথে সাথে আমি আরও ঋনি সাহিত্য পাগল ড. চঞ্চল জামানের কাছেও। তার সহযোগিতা ছাড়া এতবড় কাজ কখনো সম্ভব হতনা।

আর একটা কথা। বাঙলা বানান নিয়ে। আমার অন্যান্য লেখার মত এখানেও আমি ঈ,ঊ,শ,ণ,ং এই পাচটি অক্ষর বাদ দিয়েছি। আমার ধারনা, বাঙলা ভাষা এই পাচটি অক্ষর বাদ দিয়েও চলতে পারে। এ প্রসঙ্গ ***বাঙলা বানানে ভাইরাস*** এবঙ ***তোমার আমার বাঙলা বানান*** প্রবন্ধ দুটিতে আলোচনা করার চেষ্টা করেছি।

আমার কবিতা প্রেমিক পাঠকদের জানাই প্রানঢালা অভিনন্দন।

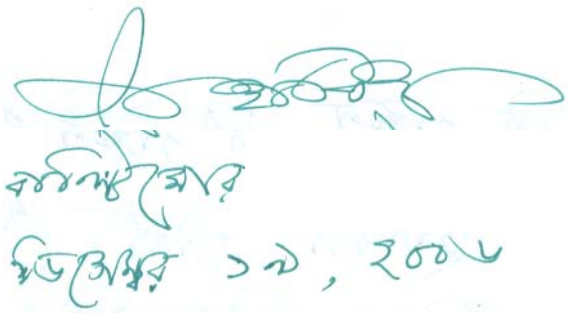

আবদুল হাকিম
বালটিমোর
ডিসেম্বর ১৯, ২০০৬

সুচিপত্র

একটা মানুষ চাই ৯
আমার কষ্ট ১০
ইচ্ছে করে ১১
তোমাকে খুজবনা আর ১২
সঙ্কর কাল ১৩
অসভ্য ট্রিগার ১৪
খুজি ১৫
নয়তো ১৬
ছিঃ পতাকা ১৭
এখন কিছু করি ১৮
পচিসে রাতের মত ১৯
এখানে ২০
দোর্‌রা ২১
স্বাধিনতা তুমি কোথায় ২২
প্লিজ ২৩
দিলাম তোমাকে ২৪
স্বপ্ন ২৫
অদ্ভুত হিসেব ২৬
ভেসে এল অঞ্জলি ২৭
আহা! ২৮
আঁচল ধরা ২৯
বাঙালি ৩০
ভেঙ্গে ফেলি ৩১
প্রেম করার সময় হলনা ৩২
বেহুদা ৩৩
তোমার অহঙ্কার তোমার অলঙ্কার ৩৪
ক ৩৫
বি ৩৫
তা ৩৫
লেখার ছবি-১ ..... ৩৬
লেখার ছবি-২ ..... ৩৮

একটা মানুষ চাই

একটা মানুষ চাই।
যার দৃঢ় প্রত্যয়ি তুলির টান
লজ্জায় নুয়ে পড়া পতাকাটার
ফিকে আর ঝাপসা হয়ে আসা
রঙটাকে গাঢ় সবুজ লালে
আবার রাঙিয়ে দেয়।

একটা মানুষ চাই।
যার তোলপাড় করা ধমনি প্রবাহ
আর বজ্র নিনাদ সুরেলা কণ্ঠ
ঝিমিয়ে পড়া গানটাকে
পুরনো সেই স্কেলে বেধে
আবার রক্তে ঝড় তোলে।

একটা মানুষ চাই।
যার কঠিন ব্যক্তিত্ব
হিনমন্যতার মহামারি থেকে বাঁচাতে
মেরুদন্ডহিন জাতিটাকে
বিস্ব সভায় মাথা উচু করে
দাড় করায়।

একটা মানুষ চাই।
যার দৃঢ় মুষ্টি
দারিদ্র দারিদ্র পাতানো খেলার
বেটিঙ সম্রাটকে এক ঘুষিতে
ধরাসায়ি করে
জাতিকে সচছল করে।

একটা মানুষ চাই।
যার ক্রিস্টালের মত স্বচছ হৃদয়
আধমরা ওই সাপলাকে
দুষিত জল থেকে বাঁচিয়ে
সরতের নিল সাদা আকাস দেখা
কাকচক্ষু জলে ভাসায়।

একটা মানুষ চাই।
যার ইস্পাত পেসিবহুল বাহু
বিভত্স হায়না আর সকুনির
ক্ষুরধার থাবা থেকে ওই
সহিদ মিনার আর স্মৃতিসৌধকে
আগলে রাখে।

কল্যানপুর, মিরপুর, ঢাকা
২২ অক্টোবর, ২০০২

সুচিপত্র

আমার কষ্ট

আমি যখন দেখি
একটা গোলাপ,
তাজা টকটকে
বড় একটা লাল গোলাপ।
অথবা লকলকে
রজনিগন্ধার একটা স্টিক।
আমি হই সৌন্দর্য প্রিয়।

আমি যখন হা করে দেখি
কচুর পাতায় টলমলে পানি,
ডায়মন্ডের মত স্বচ্ছ চঞ্চল পানি।
অথবা রঙিন মাছরাঙার
গাপুত গুপুত সিকারি স্টাইল।
আমি হই প্রকৃতি প্রেমিক।

আমি যখন দেখি
গ্যালারিতে এবস্ট্রাক্ট আর্ট,
সাহাবুদ্দিনের বিসাল ক্যানভাসে
দুরন্ত যোদ্ধা।
অথবা সেলুলয়েডের ফ্রেমে
সত্যজিতের রঙিন দুর্ভিক্ষ।
আমি হই বোদ্ধা।

আমি যখন দেখি
সুন্দরির হেটে চলা নিতম্বের ছন্দ,
বুকের ভেতর হাতুড়ি পেটানো
পিচ্ছিল সাড়ির চঞ্চলতা।
অথবা হঠাত আচল খসে পড়া অঙসে
একটা কালো তিল।
আমি হই লম্পট চরিত্রহিন।
আমার বড় কষ্ট হয়।

কল্যানপুর, ঢাকা
১৫ মে, ২০০২

সুচিপত্র

ইচ্ছে করে

কাক ভোরে আমি দেখতে চাই
আবির রাঙা ঘোমটা মাথায়
লাজ রাঙা সুর্যটাকে ।
পারিনা।
ঘুম থেকে উঠেই দেখি একটা লাস।
ছোপ ছোপ লাল রক্তে হয়ে আছে
ক্যানভাসের এক দৃষ্টিনন্দন আর্ট।
অথবা ধর্ষিতা রমনির
দু'হাতে মুখ ঢাকা ক্রন্দন ছবি,
আত্মহননে যার মুক্তি।

অথচ আমি দেখি পাসাপাসি,
জোড়ায় জোড়ায় ভারি বুট।
মাটি কাঁপিয়ে ধুলো উড়িয়ে
কঠিন প্যারেড করে চলেছে স্কয়ারে।
আর দামি দামি চকচকে পামসু
নরম লাল গালিচায় হেটে যায়
বিমান বন্দরে। প্রাসাদের লনে।

আমার ইচ্ছে করে,
বিব্রত বিচারকের কাঁচের আলমারিটা
এক ঘুসিতে ভেঙে ফেলে
থরে থরে সাজানো, চামড়ায় বাধানো
মোটা মোটা বইগুলো
টেনে হিচড়ে নিয়ে এসে
ফুটপাতে বিছিয়ে দিতে।
ইটের বদলে।
এবঙ হাইকোর্টের মাথায়
বিষাক্ত ফোঁড়ার মত
বিসাল ওই গম্বুজটাকে
নগ্ন পায়ের এক লাথিতে
গুড়িয়ে দিতে।
অনেক যত্নে আবার গড়তে
নতুন আদলে।
তাহলে যদি দেখা যায়,
কাক ভোরে
লাজ রাঙা ওই সুর্যটাকে।

বড়বাগ, মিরপুর, ঢাকা
৬ জুন, ২০০২

সুচিপত্র

তোমাকে খুজবনা আর

কোথাও খুজে পাই না তোমাকে
এই সব পেয়েছির দেসে।

ঝকঝকে নিল আকাসটায়
হাত বাড়ালেই এক ঝাক
রাজ হাসের পাখায়
খুজি তোমাকে।
পাইনা।

ঠাস বুননি সবুজ গাছে গাছে
কচি পাতায় ডুবে থাকা
মায়া হরিনির চোখে
খুজি তোমাকে।
পাইনা।

বরফ ঢাকা বেলে জোছনা রাতে
ধবধবে ক্রিসমাস ট্রি আর
বিটোভেনের সুর মুর্ছনায়
খুজি তোমাকে।
পাইনা।

নিলাভ চোখের অতল গভিরে
ডুবে গিয়ে খুজি তোমাকে।
সোনালি চুলের মদির অরন্যে
পথ হারিয়ে খুজি তোমাকে
পাইনা। পাইনা।

এবঙ তারপর।
বিকিনি বন্ধনির চুম্বক টানে
তোমাকেই হারাতে হারাতে
থমকে দাড়াই হঠাত।

না।
তুমি থাক।
আমার হৃদ-কম্পনে যেমন ছিলে।
তোমাকে খুজতে যাবনা আর।

বালটিমোর
ডিসেম্বর ১৯, ২০০৬

সুচিপত্র

লেখার ছবি-১

সঙ্কর কাল

এখন কোন সময়?
বোঝা যায় না।
মধ্যযুগ না প্রাচিন?
নাকি সঙ্কর কোন কাল?
এখন মানুষ হিঙস্র পসুর মত
অন্যকে ছিড়ে খায়।
অথবা ক্ষত বিক্ষত হয়ে
সৃষ্টির স্রেষ্ঠ সৌন্দর্যটা
উচ্ছিষ্ট হয়ে পড়ে থাকে
এখানে সেখানে।
প্রেম আর ভালবাসা,
কথা দুটো সুধু থাকে
কবি'র কলমের ডগায়।

বড়বাগ, মিপুর, ঢাকা
২৬ জুন,২০০২

সুচিপত্র

অসভ্য ট্রিগার

বুলেট।
তোমার বজ্র নিনাদ,
এখন ক্লান্ত করুন আর্তনাদ।
তবুও ট্রিগারে আঙুল।

ভু-স্বর্গ কাস্মিরে,
সবুজ সবুজ ঘন ঝাউ বনে,
পাহাড় স্ফটিকে নুপুর নৃত্যে
প্রেয়সির স্বচ্ছ হাহাকার।

ফিলিস্তিনে,
বারুদ ভারি বাতাসে
কালো বোরখা আর সাদা স্কার্ফে
মাতৃবদনে খদিত অশ্রুচিহ্ন।

আফগানিস্তানে,
গিরি- গুহায় অজস্র অস্ত্রাগারে
রাইফেল মেসিনগানের স্তুপে
পাগড়ি মাথায় পিতৃ-বিলাপ।

ইরাকে,
ট্যাঙ্ক আর কামানের গর্জনে
মানুষ হত্যার অর্থহিন প্র্যাকটিসে
দিসেহারা ভাইবোনের আর্তচিৎকার।

অথচ
সারি সারি পতাকা ওড়ানো
আকাসচুম্বি গম্ভির অট্টালিকায়
বৃথাই করতালি।

সুভ্র ভবনে নন্দন কাননে
মসৃন এ্যাড্রেসিঙ টেবিলে
বারবার সুধু একই অভিনয়।

তবুও ট্রিগারে আঙুল।

বড়বাগ, মিরপুর, ঢাকা
৩০ জুন, ২০০২

সুচিপত্র

খুজি

আমি খুজি।
হন্যে হয়ে খুজি তাকে।
কিন্তু নেই। কোথাও নেই
খুজে বেড়ানো সেই স্কেচ।
সুধু আছে চোখ জালা করা
কিছু আদিম আবেদন। যা,
হৃদয়টাকে ঠেলে দেয় দুরে।
আর রক্ত প্রবাহ হয়ে ওঠে
সমদ্রের উত্তাল ঢেউ'র গর্জন।
আমি উন্মাদ হই, অসভ্য হই।
উপভোগ করি পসুর মত
সেই স্কেচটার আদলে গড়া
একটা ডামি।

তারপর,
যখন হৃদয়টা ফিরে আসে
আবার আমি খুজি তাকে।

বড়বাগ, মিরপুর, ঢাকা
১৪ জুলাই, ২০০২

সুচিপত্র

নয়তো

তুমি আছো
নয়তো জিবনটা আমার
চৈত্রের কাঠফাটা রোদে
পিচঢালা রাজপথ।
অথবা, সুন্য একটা
ঝকঝকে কাচের গ্লাস।

বড়বাগ, মিরপুর, ঢাকা
১৪ জুলাই, ২০০২

সুচিপত্র

ছিঃ পতাকা

আমি দেখেছি একাত্তর।
আমি দেখেছি বুটের তলে
পিস্ট সিসু। সারি সারি
কুমারি মাতা'র রক্ত অশ্রু।
আবার দেখেছি,
লাল রক্তে ভেজা পতাকা
কি নির্লজ্জ হয়ে ওড়ে
সেই মানুষগুলো বহন করা
নিসান আর পাজেরোতে।
পতাকা, তুমি একি করলে?
ছিঃ।

বড়বাগ, মিরপুর, ঢাকা
১৬ জুলাই, ২০০২

সুচিপত্র

এখন কিছু করি

আমি দাড়াই।
এক বিন্দুতে আকাসে মিলিয়ে যাওয়া
সাতটি স্তম্ভের সামনে।
অথবা
কালো কুচকুচে পাথরে গড়া
পানিতে পা ভিজিয়ে দাড়িয়ে থাকা
একটি স্তম্ভের পাসে।
আমি ভাবি।
আমি ছিলাম ভিরু, কাপুরুষ, অপদার্থ।
আমার বুকের ভিতর হাতুড়ি ভাঙে
অহরহ।
ইচ্ছে করে এখন কিছু করি।

কল্যানপুর, ঢাকা
২৭ জুলাই, ২০০২

সুচিপত্র

পচিসে রাতের মত

আমি দেখেছি তোমাকে
গোলাপ হাতে
স্মার্ট যুবকের পাসে
ভ্যালেন্টাইন্স ডে' তে।
আমার বুকের ভিতর
বেজেছে রবিসঙ্করের
সেতার ঝঙ্কার।

আমি দেখেছি তোমাকে
রাত দুপুরে
সামসুন্নাহার হল থেকে
রমনার লোহার খাচায়।
আমার চোখে ভেসেছে
ইয়াহিয়ার ভয়াল
পচিস মার্চের রাত।

কল্যানপুর, ঢাকা
৩০ জুলাই, ২০০২

সুচিপত্র

এখানে

আমি আসতেও পারতাম,
যেখানে স্ট্যাচু অব লিবার্টি
নিল সরোবরের ছোট্ট দ্বিপে,
মাথা তুলে দাড়িয়ে আছে।
সেখানে আমি সুখ সাগরে
ডুবে থাকতাম জিবনভর।
তাতে কি?
আমি তো এসেছি এখানে।
যেখানে কাকচক্ষু জলে
সাপলা পদ্ম ঝিলে
ল্যাঙটা কিসোর
তালের ডিঙিতে লগি ঠ্যালে।

বড়বাগ, মিরপুর, ঢাকা
১৬ আগস্ট, ২০০২

সুচিপত্র

দোর্‌রা

ইসলাম।
তুমি মসজিদের চার দেয়ালে বন্দি
বাইরে কোথাও দেখিনা তোমায়।
সুধু দেখি, অসহায় রমনির পিঠ
কাপুরুষ ফতোয়াবাজ মোল্লার
দোর্‌রার আঘাতে রক্তাক্ত হয় যখন।
অথবা যখন বুক সমান মাটিতে পুঁতে
পাথর নিক্ষেপে হত্যা করা হয় তাকে।
ওই দোর্‌রা আর পাথর
ভিতু কুকুরের লেজের মত
ঢুকে পড়ে গুহ্য দ্বারে,
যখন বিলাসবহুল ভবন হয়ে ওঠে
অঘোষিত বেস্যালয়।
অথবা কর্নধারের সয্যাসঙ্গি হয় পরস্ত্রি।
ঘুষের টাকার ভারে বিচারকের হাতুড়ি
আঘাত হানতে ভুলে যায়।

দাও দোর্‌রা আমার হাতে।
দেখ, চরিত্রহিন কর্নধার আর
ঘুষখোর বিচারপতির পিঠে
কিভাবে আঘাত হানতে হয়।
আল্লাহু আকবর।
সপাঙ্ সপাঙ্ সপাঙ্ সপাঙ্
সপাঙ্ সপাঙ্ সপাঙ্
সপাঙ্ সপাঙ্
সপাঙ্।

কল্যানপুর, ঢাকা
১২ অক্টোবর, ২০০২

সুচিপত্র

স্বাধিনতা তুমি কোথায়

স্বাধিনতা,
তুমি কোথায়?
তোমাকে কোথাও খুঁজে পাইনা।
সুধু দেখি,
নতুন নতুন ইস্ট ইন্ডিয়া কোম্পানি
তোমার সতছিদ্র ভিক্ষার থালায়
কৌসলে ছুড়ে দেয় উচ্ছিষ্ট।
তুমি হও গোলাম।

বড়বাগ, মিরপুর, ঢাকা
১৩ অক্টোবর, ২০০২

সুচিপত্র

প্লিজ

তোমার হৃদয়ে প্রেম নেই।
তুমি মর।
প্লিজ।
পৃথিবিটাকে আর হৃদয়হিন করনা।
আমি ওকে প্রেমময় দেখতে চাই।

বড়বাগ, মিরপুর, ঢাকা
১৩ অক্টোবর, ২০০২

সুচিপত্র

দিলাম তোমাকে

তোমার একটি তিলের জন্যে
বুখারা সামারখন্দ
বিলিয়ে দিয়েছিল হাফিজ।
আমারতো কিছু নেই,
কি দেব আমি?
বুকের বাম পাসে হাত রেখে দেখি
ধুক ধুক করে চলেছে ভুবন।
আমি তাই দিলাম তোমাকে।

বড়বাগ, মিরপুর, ঢাকা
১৪ অক্টোবর, ২০০২

সুচিপত্র

স্বপ্ন

স্বপ্ন দেখি।
মস্ত একটা ঝুড়িতে
এটম বোমা, বোমারু বিমান,
এভাবে সন্ত্রাসি যুবকের হাতের পিস্তলটাও।
পৃথিবির সবগুলো অস্ত্র মাথায় নিয়ে
প্যাসিফিক আর আটলান্টিকের
গভির তলদেসে ফেলে দেই।
ওগুলো সব হারিয়ে যায়।

ফিরে এসেই দেখি,
লাল সাদা আর কালো গোলাপের সৌরভে
ভরে গেছে ভুবন।
কোকিলের কুহু কুহু আর
পেখম তোলা ময়ুরের নৃত্যে
প্রান ফিরে পায় প্রকৃতি।
প্রেমিক যুগলের নিস্‌চিন্ত চুম্বনে
জিবন ফিরে পায় মানুষ।

২৪ নভেম্বর, ২০০২
বড়বাগ, মিরপুর, ঢাকা

সুচিপত্র

অদ্ভুত হিসেব

ব্লেডের আচড় দিয়ে দেখ
রক্তের রঙ লাল।
মুখ লাগিয়ে চুষে দেখ
রক্তের স্বাদ নোনতা।
মাতৃস্তন থেকে নেমে আসা
দুধের রঙ, সবই সাদা।
সঙ্খ্যালঘু আর সঙ্খ্যাগুরু
অদ্ভুত এই হিন হিসেব
আর কতকাল?

কল্যানপুর, ঢাকা
২৫ অক্টোবর, ২০০২

সুচিপত্র

ভেসে এল অঞ্জলি

আমার মনটাতে
সবুজ স্যাওলা জমেছে
বহুদিন হল।
মস্তিষ্কে পড়েছে মরিচা।
হাতের আঙুল গুলো
অথর্ব আড়ষ্ট হয়ে রইল
সেই কবে থেকে।
তারিখটা মনে নেই।

হঠাত একদিন
ভেসে এল এক সুর।
নায়াগ্রা ফল্‌সের ওপার থেকে
ঝিরঝিরে বাতাস গায় মেখে,
ছোট্ট দ্বিপে দাড়িয়ে থাকা
স্ট্যাচু অব লিবার্টির মসাল ছুয়ে,
এল।

ভেসে এল এক সুরের অঞ্জলি।
আমার কানে।
অঞ্জলি। অঞ্জলি।
কি যেন হল আমার।

জমে থাকা স্যাওলা গুলো
আচমকা খসে খসে পড়ল।
মন থেকে সব।
ঝুর ঝুর করে ঝরে পড়ল সব
পুরনো মরিচা।
মস্তিষ্কের।
হাতের আঙুলগুলো
প্রান ফিরে পেল আবার।
চঞ্চল হল কলম। কি-বোর্ড।
কথা বল্‌ল কাগজ।
রঙিন হল মনিটর।

বালটিমোর
১৬ ডিসেম্বর, ২০০৬

সুচিপত্র

লেখার ছবি-২

আহা!

সাদা মেঘের নিল আকাস দেখা
টলটলে ঝিলের জলে
কতবার চোখে পড়েছে
কচুরিপানার ফুল।
কাছাকাছি রঙিন মাছরাঙা
নয়তো ঘাড় গুজে থাকা কুচো বক।
কিন্তু কখনো চোখ মেলে দেখিনি।
এখন বারবার দেখছি আমি
বিসাল বিমানের সিটে বসে
স্বচ্ছ কাচের জানালায়।
রানওয়ে থেকে একটু দুরে
ফুটে ফুটে আছে কচুরিপানার ফুল।
মাছরাঙা আর কুচো বকটা কোথায়?
আহা!
বিমানটা যদি আর একটু লেট করতো।

১৮ই সেপ্টেম্বর, ২০০৩
ঢাকা

সুচিপত্র

আঁচল ধরা

অনেকতো হল হাটি হাটি পা পা
আঁচল ধরে ধরে সেই কবে থেকে,
যখন আমার সুদ্ধ যন্মও হয়নি।
আইবুড়ো হয়ে গেছি তবুও
লজ্জা নেই আমার।
কখনো আঁচল ছেড়ে দেখিনি
মুখ থুবড়ে পড়ি কি পড়িনা।
বোধ হয় পুরোটা জিবনভর
চলবে এমনিই।
আত্মবিস্বাসটা মরে গেছে কবেই।

বড়বাগ, মিরপুর, ঢাকা
১২ জুলাই, ২০০৩

সুচিপত্র

বাঙালি

আমি বাঙালি।
মোঘল রাজত্বে ছিলাম
ছিলাম নবাবি আমলে।
ইঙরেজ সাসনে ছিলাম বাঙালি।
তারপর পাকিস্তান নামক
উদ্ভট সঙ্কর দিনেও
হারাইনি নিজেকে।
এখন বাঙলাদেসি হয়ে
টইটম্বুর আমার বাঙালিত্ব।
আমি বাঙালি।
তখনো ছিলাম। এখনো আছি।
সুধু মাথাটা রইল নিচু হয়ে।
জিবনভর।

বড়বাগ, মিরপুর, ঢাকা
১৮ জুন, ২০০৩

সুচিপত্র

ভেঙ্গে ফেলি

আমি মানুষ।
এসেছি এ পৃথিবিতে।
এটা আমার।
মাটি সাগর পাহাড় আর আকাস
তা যে প্রান্তেই হোকনা কেন
পুরোটাই আমার।
যখন যেখানে খুসি আমি যাব
থাকব, প্রেম করব।
কক্সবাজার সৈকত থেকে
দার্জিলিঙের ঘরে ঢুকে পড়া মেঘ
অথবা নায়াগ্রা ফল,
যেখানে যখন খুসি আমি যাব।

পাসপোর্ট আর ভিসার কাগজ
আগুনে পুড়িয়ে ছাই করে,
কৃত্রিম বর্ডারের দেয়াল
লাথি মেরে ভেঙে ফেলে
তাকিয়ে দেখি,
প্রিয়া আমার ওখানেও
ডাগর চোখ মেলে
আমার বুক বিদ্ধ করে।

বড়বাগ মিরপুর ঢাকা
২১ মে ২০০৩

সুচিপত্র

প্রেম করার সময় হলনা

তোমার গালের
বড় তিলটা দেখে দেখে
আর কালো চোখের
অথৈ সমুদ্রে ডুব সাতারে
পুরোটা সময় কেটে গেল আমার।
প্রেম করব কখন?

বড়বাগ, মিরপুর
১৬ জুন, ২০০৩

সুচিপত্র

বেহুদা

ঘড়ির কাটাটা
লোহার সিকলে বেধে রাখা যায়না।
আমাকেও না।
আমি নিজেই
ঘড়ির কাটা হয়ে যাই।
কিছুতেই আমাকে বেধে রাখা যায়না
আমি যাবই।
তবুও বেহুদা
অহর্নিসি গলদঘর্ম হই।

বড়বাগ, মিরপুর
১৬ জুন, ২০০৩

সুচিপত্র

তোমার অহঙ্কার তোমার অলঙ্কার

এলো চুলের আড়ালে
দুহাতে মুখ ঢেকে
মাথা নিচু করে
কেন নিজেকে লুকোও?
কেন?
কি হয়েছে তোমার?
কিছুই হয়নি।
এ তোমার অহঙ্কার
এ তোমার অলঙ্কার।
তুমি হিরে, তুমি জহরত
অথবা তার থেকেও দামি।
তুমি প্রমান করলে।

বড়বাগ, মিরপুর
১৬ জুন, ২০০৩

সুচিপত্র

ক
বি
তা

সুধু
হত্যায়।
মানুষ হত্যায়
সুধু মানুষ হত্যায়
কোটি কোটি ডলার।
নেসার ঘোরে বুদ হতে,
অথবা ইলেকসন বিলাসে
জলস্রোতের মত হারিয়ে যায়
কোটি কোটি , নয়তো লাখ লাখ
ডলার বা টাকা। সুধু তোমার জন্যে
কবিতা, সুধু তোমার জন্যে নেই কোন
বাজেট। না থাক। তুমিতো আছো প্রেমিক
হৃদয়ে, ঝিলের জলে ফুটে থাকা সাপলার মত।

কল্যানপুর, মিরপুর, ঢাকা
১৫ অক্টোবর, ২০০২

সুচিপত্র

লেখার ছবি-১

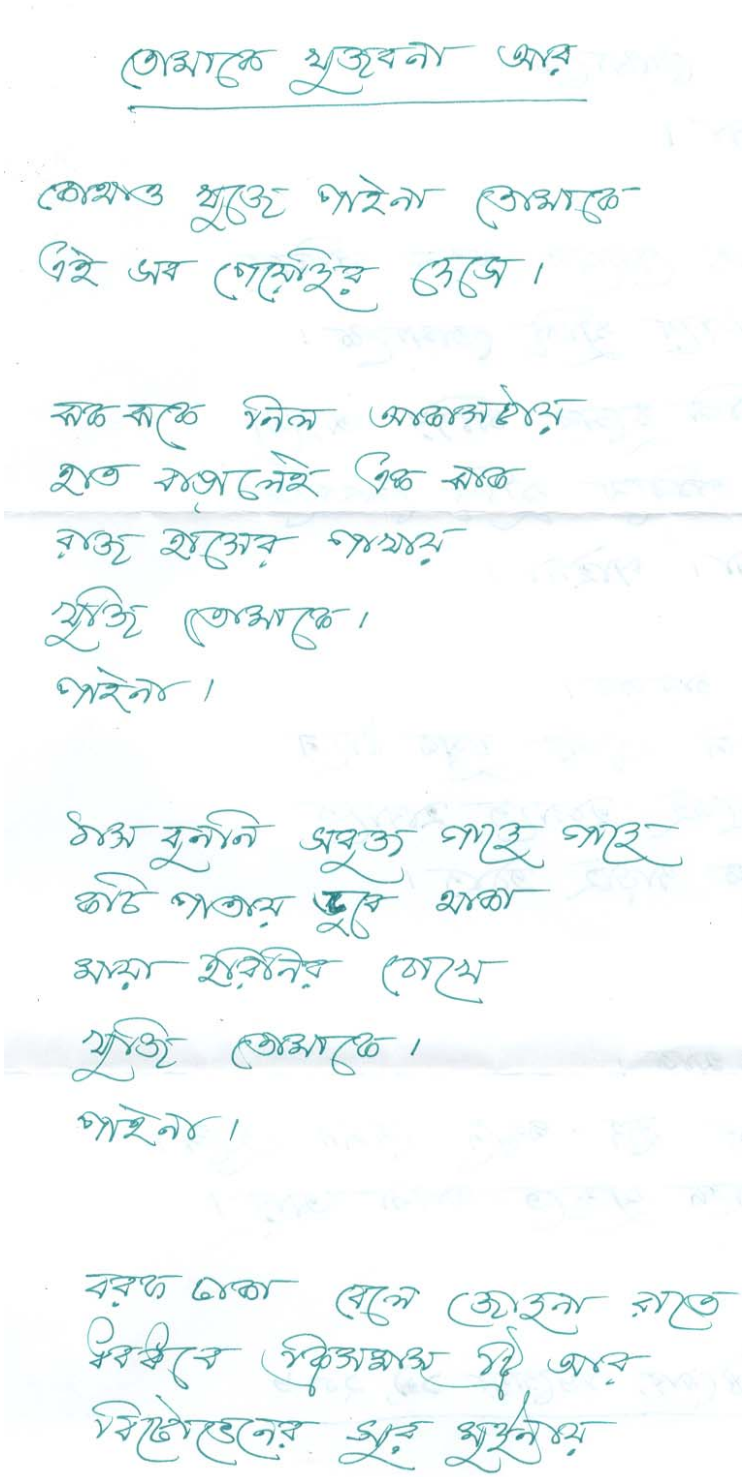

তোমাকে খুঁজবো না আর

কোথাও খুঁজে পাইনা তোমাকে
ওই সব গোধূলির ভেজে।

কচি কচি নীল অপরাজিতায়
হাত বাড়ালেই ঐ কচি
রক্ত হৃদয়ের পাখায়
খুঁজি তোমাকে।
পাইনা।

সবুজ বনানী সবুজ গাছে গাছে
কচি পাতায় ডুবে থাকা
মায়া হরিণীর চোখে
খুঁজি তোমাকে।
পাইনা।

বরফ ঢাকা দেশে জোছনা রাতে
ঝিরঝিরে পিয়ানোয় মৃদু আর
বিঠোভেনের সুর মূর্ছনায়

খুঁজি তোমাকে।
পাইনা।

নীলাভ চোখের অতল গভীরে
ডুবে গিয়ে খুঁজি তোমাকে।
সোনালী চুলের মাতাল অরণ্যে
পথ হারিয়ে খুঁজি তোমাকে
পাইনা। পাইনা।

এবং অতঃপর।
বিক্ষিপ্ত রজনীর চন্দ্র থেকে
তোমাকেই হারাতে হারাতে
থমকে দাঁড়াই হঠাত।

না।
তুমি থাক।
আমার হৃদ-স্পন্দনে যেমন ছিলে।
তোমাকে খুঁজতে যাবনা আর।

বাল্টিমোর, ডিসেম্বর ১৯, ২০০৬

[সুচিপত্র](#)

[কবিতা](#)

লেখার ছবি- ২

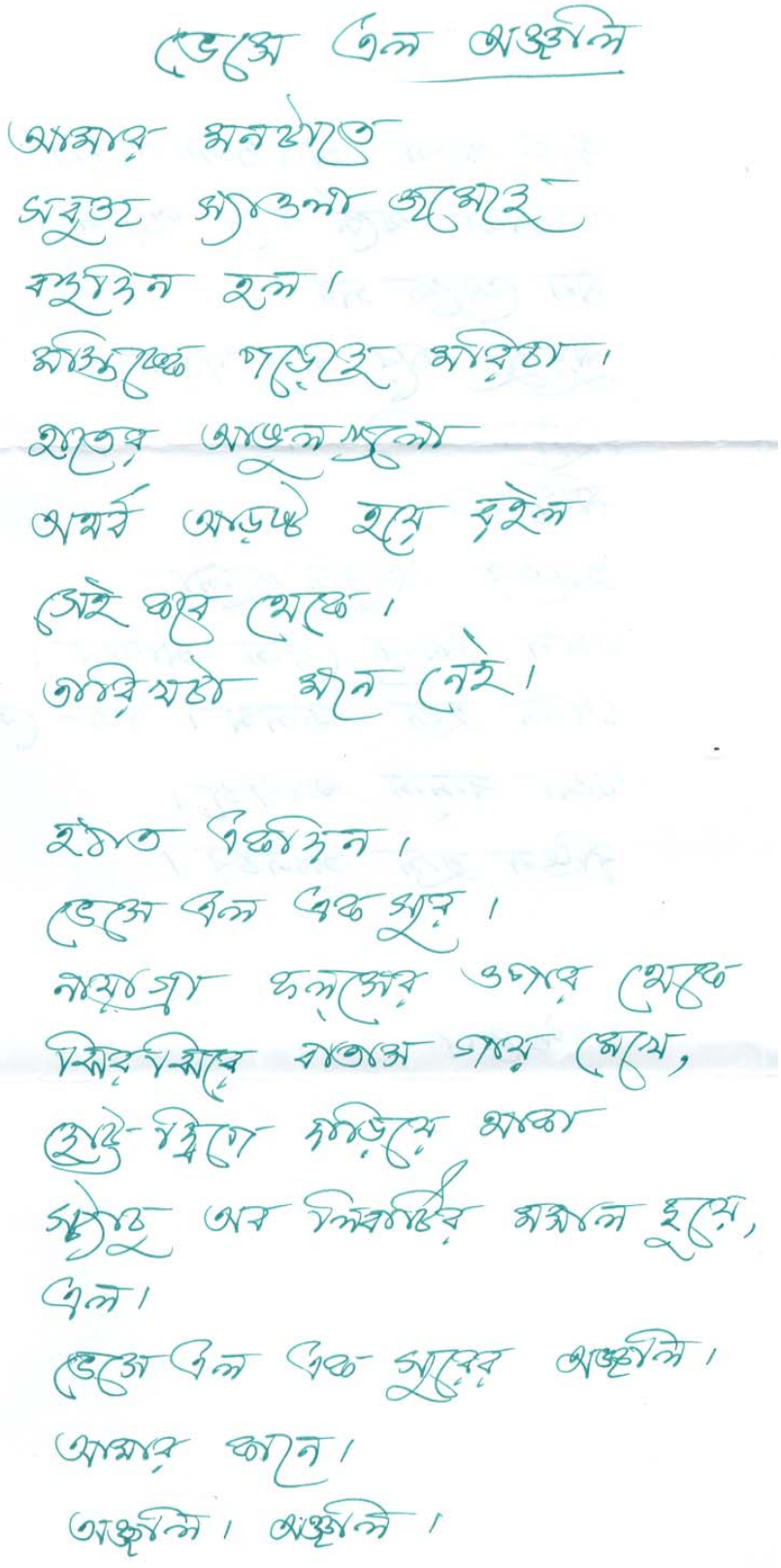

ভেসে এল অঞ্জলি

আমার মনটাতে
সবুজের শ্যাওলা জমেছে
বহুদিন হল।
মস্তিষ্কে পড়েছে মরিচা।
হাতের আঙুলগুলো
অথর্ব আড়ষ্ট হয়ে রইল
সেই কবে থেকে।
অভিব্যক্তি মনে নেই।

হঠাৎ একদিন।
ভেসে এল এক সুর।
নায়াগ্রা ফলসের ওপার থেকে
ঝিরঝিরে বাতাস গায় মেখে,
দূর-দিগন্তে ছড়িয়ে আভা
সূর্য আর নীলাকাশের মঙ্গল হয়ে,
এল।
ভেসে এল এক সুরের অঞ্জলি।
আমার কানে।
অঞ্জলি। অঞ্জলি।

ঘড়ি যেন হল আমার।

ঝুলে থাকা চামড়াগুলো
আচমকা খসে খসে পড়ল।
মন থেকে সব।
ঝুরঝুর করে ঝরে পড়ল সব
পুরনো মরিচা,
মস্তিষ্কের।
হাতের আঙুলগুলো
প্রাণ ফিরে পেল আবার।
পেন্সিল হল কলম। কি-বোর্ড।
কথা বলল কাগজ।
জীবন হল জীবন্তর।

কাশীশ্বর-
১৬ ডিসেম্বর, ২০০৬

সুচিপত্র

কবিতা